

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন (قدوم الوفود)

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের পর থেকে ৯ম ও ১০ম হিজরী সনকে আমরা 'প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন বছর'(عَامُ الْوُهُولَ) হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। মূলতঃ ৮ম হিজরীর রামায়ান মাসে মক্কা বিজয়ের পর চারিদিকে ইসলাম করুলের ঢেউ ওঠে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য সমগ্র আরব জাহান যেন মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। কেননা তারা বলত, نَيُ صَادِقٌ عَلَيْهِمْ هُهُو لَيْيٌ لَمِالِ 'মুহাম্মাদ ও তাঁর কওমকে ছেড়ে দাও। কেননা যদি তিনি তাদের (অর্থাৎ কুরায়েশদের) উপরে জয়লাভ করেন, তাহ'লে তিনি সত্য নবী'।[1] অতঃপর যখন তিনি মক্কা জয়় করলেন এবং কুরায়েশ নেতারা ইসলাম করুল করলেন, এমনকি হোনায়েন যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হয়ে তারা কাফেরদের বিক্রদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন, তখন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ হ'তে দলে দলে প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করল এবং ইসলাম করুল করে ধন্য হ'ল। ফলে দেখা গেল যে, মক্কা বিজয়ের মাত্র নয় মাসের মাথায় ৯ম হিজরীর রজব মাসে তাবৃক অভিযানের সময় ৩০,০০০ ফৌজ জমা হয়ে গেল। তার এক বছর পর ১০ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ চবিবশ হায়ার বা ত্রিশ হায়ার মুসলমান আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হ'লেন।[2] দু'দিন আগেও যারা লাত, মানাত, 'উয়া, হোবলের নামে জয়ধ্বনি করত ও তাদের সময়্বন্তির জন্য বিভিন্ন নযর-নেয়ায নিয়ে তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি লাভের জন্য সেখানে হমড়ি খেয়ে পড়ত, আজ তাদের লাববায়েক আল্লাহ্ম্মা লাববায়েক, আল্লাহ্ আকবার, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হয়ে উঠলো।

ফুটনোট

- [1]. বুখারী হা/৪৩০২; মিশকাত হা/১১২৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ইমামত' অনুচ্ছেদ; আর-রাহীক্ক ৪৩৫ পৃঃ।
- [2]. মির'আত, শরহ মিশকাত 'মানাসিক' অধ্যায়, হা/২৫৬৯-এর আলোচনা।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5669

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন